বেচাকেনার ক্ষেত্রে কতিপয় সতর্কতা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযিলত 5
বয়ান শোনার নিয়ত 5
কুড়ে পাওয়া একটি খেজুর খাওয়ার পরিণতি 6
আউলিয়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে 7
বেচাকেনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন! 8
খিলাল করার পরিণতি 10
দ্বীনের মধ্যে বেচাকেনার গুরুত্ব 10
অন্তর আলোকিত করার মৌলিক বিষয় 11
দুনিয়াবিমুখতার বিষয়ে অপূর্ব এক কিতাব 13
(১) আমানতদার ব্যবসায়ী আম্বিয়াগণের সাথে থাকবেন 14
(২) হালাল উপায়ে দুনিয়ার সম্পদ অর্জনকারীর ফযিলত 14
(৩) বেচাকেনার ক্ষেত্রে নমনীয়তার ফযিলত 15
নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম আমল 16
বেচাকেনার বিধান শিখে নিন! 16
চুরির চেয়েও বড় পাপ 17
শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠুন! 18
বেচাকেনা না হওয়ার এক অদ্ভুত কারণ 20
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: সাপ্তাহিক ইজতিমা 21
হালাল রিযিক অর্জনের মাদানী ফুল: 23
ঘোষণা 23
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 24
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 24
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 24
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 25

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 25
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 25
(৬) দরূদে শাফায়াত: 26
(১) এক হাজার দিনের নেকী 26
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 26
সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১২ নভেম্বর ২০২৬ইং..... 27
হালাল রিযিক অর্জনের বাকি মাদানী ফুল 27
বিচ্ছু ও অন্যান্য ক্ষতিকর পোকা-মাকড় থেকে বাঁচার দোয়া 28
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... 29
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 30
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 32
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল..... 32
মাসিক ৪টি নেক আমল 33
বার্ষিক ৩টি নেক আমল..... 33
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া..... 33

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়তও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযিলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী:

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِي عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَة

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে সকালে দশবার এবং সন্ধ্যায় দশবার আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভ করবে। **(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, পৃ: ২২৩, হাদিস: ১৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুড়ে পাওয়া একটি খেজুর খাওয়ার পরিণতি

একজন অনেক বড় এবং প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত ওলীয়ুল্লাহ ছিলেন: (যার নাম হলো)হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি তাঁর জীবনের অনেকটা অংশ সফরেই কাটিয়েছেন। তিনি বলেন: একবার আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে (অর্থাৎ মসজিদে আকসায়) রাত কাটালাম। আমি দেখলাম; রাতের কোনো এক প্রহরে সেখানে ২ জন ফেরেশতা এলেন, তাঁদের মধ্যে একজন অন্যজনকে বললেন: এখানে কোন মানুষ আছে? দ্বিতীয়জন বললেন: ইনি ইব্রাহিম বিন আদহাম। প্রথম ফেরেশতা বললেন: সেই ইব্রাহিম বিন আদহাম...!! তাঁকে তো এখন তাঁর মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন: কী কারণে? প্রথম ফেরেশতা বললেন: একদা ইব্রাহিম বিন আদহাম বসরায় ছিলেন, তিনি একটি দোকান থেকে খেজুর কিনেছিলেন। যখন তিনি খেজুরগুলো নিয়ে যেতে লাগলেন তখন দেখলেন; একটি খেজুর পড়ে আছে। তিনি মনে করলেন হয়তো এটি আমারই খেজুর পড়ে গেছে, তাই তিনি সেই খেজুরটি তুলে খেয়ে নিলেন। যেহেতু সেই খেজুরটি তাঁর নিজের ছিল না বরং দোকানদারের ছিল এবং তিনি অন্যের খেজুর খেয়ে নিয়েছিলেন, তাই আল্লাহ পাক তাঁকে তাঁর মর্যাদা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ফেরেশতাদের এই কথোপকথন শোনার পর তৎক্ষণাৎ বসরায় পৌঁছালাম, ঐ দোকানদারের খেজুর তাঁকে ফেরত দিলাম এবং ফিরে এলাম। রাত হলে আমি পুনরায় ২ জন ফেরেশতাকে দেখলাম, তাঁরা পরস্পর কথা বলছিলেন। একজন অন্যজনকে বললেন: ইনি সেই ইব্রাহিম বিন আদহাম, যিনি খেজুরের

মালিককে খেজুর ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাই আল্লাহ পাক তাঁকে পুনরায় তাঁর পূর্বের সেই মর্যাদা দান করে দিলেন।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৯-এর অধীন, খণ্ড: ২, পৃ: ১৩৬)

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আউলিয়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ে কেরামের শান ও মর্যাদা একেবারেই অনন্য...!! এই উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ গুনাহ থেকে মাসূম (ত্রুটিমুক্ত বা নিষ্পাপ) নন, তবে মাহফূয (সংরক্ষিত)। মাসূম কেবল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং ফেরেশতাগণ। আউলিয়ে কেরাম মাসূম নন, তাঁদের দ্বারাও গুনাহ সংঘটিত হতে পারে; তবে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেন। তাদের দ্বারা যদি কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনো ভুল হয়েও যায়, তবে তাদেরকে তাদের সে ভুল সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাওবা করে গুনাহের ময়লা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেন।

আল্লাহ পাক পারা: ৯, সূরা: আরাফ, আয়াত: ২০১-এ ইরশাদ করেছেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿۲۰۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় ওইসব লোক, যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে শয়তানী খেয়ালের ছোঁয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

প্রসদ্ধি মুফাসসিরে কুরআন, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: মুমিন মুত্তাকী ব্যক্তির প্রকৃতি হল সে শয়তানী প্ররোচনা এবং ইবলিসি খেয়ালগুলোকে গ্রহণ করে না। যদি কখনো মুমিন ব্যক্তির সামনে এই বিষয়গুলো (যেমন শয়তানী প্ররোচনা, ইবলিসি খেয়াল, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কোনো ভুল ইত্যাদি) এসে পড়ে, তবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাকে সেই ভুলটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, ফলে সে এই ময়লা থেকে নিজেকে পবিত্র করে নেয়। মুফতি সাহেব আরও বলেন: মুমিন মুত্তাকী ফেরেশতাদের দলভুক্ত; কেননা তার এবং ফেরেশতাদের প্রকৃতি এক ও অভিন্ন। এই সত্তাগণ দেখতে মানুষের মতো হলেও তাঁদের চরিত্র হয় ফেরেশতাসুলভ (অর্থাৎ বাহ্যিক রূপ মানুষের, আর অভ্যন্তরীণ স্বভাব ফেরেশতার)। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ৯, সূরা: আরাফ, আয়াত: ২০১ কিংবা ২০২-এর পাদটীকা, খণ্ড: ৯, পৃ: ৪৬০ (কিছুটা পরিবর্তনের সাথে)**

আল্লাহ পাক আমাদেরও আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়েয নসিব করুক! হে আল্লাহ! আমাদেরও যেন তাকওয়ার দৌলত নসিব হয়, আমরা যেন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি এবং নেকীপূর্ণ জীবনযাপনে সফলকাম হতে পারি। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বেচাকেনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন!

হে আশিকানে রাসূল! আমরা হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঈমান উদ্দীপক ও শিক্ষণীয় ঘটনা শুনলাম। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, দ্বীনের মধ্যে বেচাকেনার কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে। একটু চিন্তা করুন! হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বেলায়তের সর্বোচ্চ

মাকামে আসীন ছিলেন। তাঁর এই মকাম ও মর্যাদার কারণেই তাঁকে 'সুলতান ইব্রাহিম' বলেও ডাকা হতো। এত বড় কামেল ওলীর কাছ থেকে বেচাকেনার সময় তাও আবার তাঁর অজান্তে মাত্র একটি ভুল হয়েছিল। মাটিতে পড়ে থাকা খেজুরটি তাঁর ছিল না, বরং দোকানদারের ছিল; কিন্তু তিনি সেটা নিজের মনে করে তুলে নিয়েছিলেন। ওই একটি খেজুরের কারণে তাঁর মর্যাদায় কিছুটা হ্রাস ঘটানো হয়েছিল।

আহ! আজকাল আমাদের সমাজের অবস্থা তো শোচনীয়, লোকজন না জিজ্ঞেস করেই অন্যের জিনিস মেরে দেয়, ক্রেতা দোকানদারকে এবং দোকানদার ক্রেতাদের ধোঁকা দিচ্ছে, দোকানদারদের জিনিস তুলে নিয়ে বিনা কারণে মুখে পুরে খাচ্ছে, শাকসবজি ও ফলের ঠেলাগাড়ি থেকে চুপিসারে কিছু না কিছু তুলে নিজের ঝুড়িতে ভরে নেয়, একে অন্যের জুতো অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা, কিংবা নিজের জুতোর বদলে অন্যের জুতো নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে হয়তো মন্দই মনে করা হয় না। এটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক একটি বিষয়, প্রতিদিনের এমন আরও অনেক কাজ রয়েছে, যেগুলোতে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিস ব্যবহার করাকে কোনো দোষের বিষয় বলেই মনে করা হয় না। অনেক সময় ব্যবসায়ীরাও একে অপরের জিনিস চুপিসারে তুলে নিয়ে ব্যবহার করতে থাকেন এবং হয়তো সামনের জনের তা জানাও থাকে না। এই অবুঝদের বোঝা উচিত, শিক্ষা নেওয়া উচিত। বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হওয়া কোনো জিনিসও যদি বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করে ফেলা হয় এবং কিয়ামতের দিন এ নিয়ে পাকড়াও করা হয়, তবে আমাদের কী হবে?

খিলাল করার পরিণতি

প্রখ্যাত তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি ছিল, সে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয় এবং একটানা ৭০ বছর ধরে এমনভাবে ইবাদত করতে থাকে যে, সে দিনে রোযা রাখত এবং রাতে জেগে ইবাদত করত। সে না কোনো উন্নতমানের খাবার খেত, আর না কোনো ছায়ার নিচে বিশ্রাম নিত। যখন সেই ইবাদতগুজার ব্যক্তির ইন্তেকাল হলো, তখন কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ "আল্লাহ পাক আপনার সঙ্গে কী আচরণ করেছেন?" তিনি জবাব দিলেন: "আল্লাহ পাক আমার হিসাব নিলেন, এরপর আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলেন; কিন্তু একটি কাঠি, যা আমি তার মালিকের অনুমতি ছাড়াই দাঁতে খিলাল করার জন্য নিয়েছিলাম, তা মাফ করানো বাকি রয়ে গিয়েছিল। কেবল ওই একটি কাঠির কারণে এখন পর্যন্ত আমাকে জান্নাত থেকে আটকে রাখা হয়েছে।

(তাম্বীহুল মুগতাররিন, পৃ: ৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনের মধ্যে বেচাকেনার গুরুত্ব

হে আশিকানে রাসূল! দ্বীনের মধ্যে বেচাকেনার অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। স্পষ্টতই, বেচাকেনায় অসতর্কতা অবলম্বন করা অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার অর্থাৎ নিজের পেট হারাম দিয়ে পূর্ণ করার কারণ হতে পারে। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং পূর্ণ ইমানের সাথে বেচাকেনা করা অত্যন্ত জরুরি। এর গুরুত্ব আপনি এ থেকেই অনুমান করতে পারেন যে, আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো আমাদের অন্তর।

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً. اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَ اِذَافَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ অর্থাৎ "জেনে রাখো! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন তা ঠিক হয়ে যায়, তখন পুরো শরীর ঠিক হয়ে যায়। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যায়। শুনে রাখো...!! সেই মাংসপিণ্ডটি হলো অন্তর।"

(বুখারী, কিতাবুল ইমান, পৃ: ৮৪, হাদিস: ৫২)

এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো আমাদের অন্তর (Heart)। এটি ঠিক হয়ে গেলে পুরো মানুষটি ঠিক হয়ে যায় আর যদি অন্তর নষ্ট হয়ে যায়, তবে পুরো মানুষটিই নষ্ট হয়ে যায়। আর অন্তর নামক এই কাঁচকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো রিযিকে হালাল (হালাল জীবিকা)। যেমন:

অন্তর আলোকিত করার মৌলিক বিষয়

হযরত উমর বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা আমি হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: হে ইমাম! আল্লাহ পাক আপনার উপর দয়া করুক, অন্তর কোমল হয় কীভাবে? এ প্রশ্ন শুনে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মাথা মুবারক নিচু করলেন। কিছু সময় পর মাথা উত্তোলন করে বললেন: হে বৎস! হালাল সম্পদ (অন্তরকে কোমল করে)।

হযরত উমর বিন সালেহ বলেন: আমার প্রশ্নের জবাব শুনে আমি ফিরে আসলাম। পথিমধ্যে হযরত বিশর হাফি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর সাথে আমার দেখা হলো। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে মহামান্য! অন্তর কোমল হয় কীভাবে? তিনি বললেন: আল্লাহ পাকের যিকিরের মাধ্যমে। আমি আরজ

করলাম: আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম। এ কথা শুনামাত্র হযরত বিশর হাফি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুশিমনে বলে উঠলেন: বাহ... (কী চমৎকার কথা!)। তিনি তোমাকে কী বলেছেন? আমি বললাম: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন: হালাল খাবার খাওয়ার দ্বারা অন্তর কোমল হয়। তিনি বললেন: ইমাম সাহেব মূল ভিত্তিটিই বলে দিয়েছেন (অর্থাৎ মূল বিষয় এটাই যে, হালাল রিযিকের মাধ্যমেই কেবল অন্তর কোমল হয়)। হযরত উমর বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এরপর হযরত আব্দুল ওয়াহহাব ওয়াররাক্ব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি তাঁকেও একই প্রশ্ন করলাম। তিনিও বললেন: আল্লাহ পাকের যিকিরের মাধ্যমে অন্তর কোমল হয়। আমি বললাম: আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর খেদমতে গিয়েছিলাম। এ কথা শুনামাত্র তাঁর চেহারা মুবারক খুশিতে প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি বললেন: ইমাম আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তোমাকে কী জবাব দিয়েছেন? আমি বললাম: ইমাম সাহেব বলেছেন: অন্তরের কোমলতা হালাল রিযিকের মাঝে নিহিত। হযরত আব্দুল ওয়াহহাব ওয়াররাক্ব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -ও একই কথা বললেন এবং বললেন: ইমাম সাহেব মূল ভিত্তিটিই বলে দিয়েছেন (প্রকৃতপক্ষে হালাল খাবার ছাড়া অন্তর কখনো পবিত্র হতে পারে না)।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড: ৯, পৃ: ১৯৩, হাদিস: ১৩৬৬৩, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন! তিন জন আউলিয়ে কেরামের সাক্ষ্য হলো যে, অন্তরের কোমলতা ও পবিত্রতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো; হালাল খাবার গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে অনুমান করা যায় যে, বেচাকেনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং অত্যন্ত সততার

সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা কতটুকু জরুরি! আমরা যদি জিনিসপত্র কেনাবেচায় অসতর্কতা অবলম্বন করি এবং আল্লাহর নাফরমানি করে অন্যের কোনো বস্তু অন্যায়ভাবে আমাদের কাছে চলে আসে, তবে বাহ্যিকভাবে সাধারণ মনে হওয়া এই ভুলটি মানুষের অন্তর্জগৎকে তছনছ করে দিতে পারে। তাই বেচাকেনায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি।

দুনিয়াবিমুখতার বিষয়ে অপূর্ব এক কিতাব

ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর অত্যন্ত মেধাবী ও সুযোগ্য ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-কে একবার কেউ আরজ করল: হুযুর! আপনি যুহদ (অর্থাৎ দুনিয়াবিমুখতা) বিষয়ের উপর একটি কিতাব রচনা করুন! তিনি বললেন: আমি তো এ বিষয়ের উপর কিতাব রচনা করে ফেলেছি। জিজ্ঞাসা করা হলো: সেটি কোন কিতাব? তিনি বললেন: كِتَابُ الْبُيُوْع (অর্থাৎ আমার সে কিতাব, যাতে বেচাকেনার বিধি-বিধানসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে)।

(আল-মাবসূত লিস সারাখসী, কিতাবুল বুয়ূ, অংশ: ১২, খণ্ড: ৬, পৃ: ১২৮)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বেচাকেনার বিধি-বিধান জানে না, সে হারাম থেকে বাঁচতে পারবে না। আর যে হারাম থেকে বাঁচতে পারল না, সে কীভাবে যাহিদ (দুনিয়াবিমুখ) হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, প্রকৃত যাহিদ, দুনিয়াবিমুখ, দুনিয়ার মোহ থেকে রক্ষিত এবং মুত্তাকী ও পরহেযগার হলো সেই ব্যক্তিই, যিনি কেনাবেচায় শরয়ী সতর্কতা বজায় রাখতে সফল হন। বাজার মূলত এমন একটি জায়গা, যেখানে দুনিয়া ও অর্থ-সম্পদের মোহ নিজের আসল রূপ দেখায়। পাহাড় বা গুহায় একা থেকে ইবাদত করা তুলনামূলক সহজ; কিন্তু বাজারে যখন শয়তান তার পুরো বাহিনী নিয়ে

হামলা চালায়, কুপ্রবৃত্তি প্ররোচিত করে এবং ধন-সম্পদের লোভ প্রবল আকার ধারণ করে, তখন প্রবৃত্তি ও শয়তানের আক্রমণ থেকে বেঁচে সম্পূর্ণ সততা ও শরয়ী বিধান মেনে চলা অত্যন্ত কঠিন। তাই প্রকৃত দুনিয়াবিমুখ মানুষ তিনিই, যিনি দুনিয়াতে থেকেও নিজের অন্তরকে দুনিয়ার মোহ থেকে রক্ষা করতে পারেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উপর আবশ্যক যে, আমরা ভালো ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী হব এবং সত্যবাদী ক্রেতাও হব। আসুন! সৎ সৌভাগ্যবান ব্যবসায়ীদের ফযিলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস শুনি:

(১) আমানতদার ব্যবসায়ী আম্বিয়াগণের সাথে থাকবেন

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ، وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَالشُّهَدَاءِ অর্থাৎ সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবীগণ, সিদ্দিকীন ও শহীদগণের সাথে থাকবেন।

(তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব মা জাআ ফিত তুজ্জার, পৃ: ৩১৬, হাদিস: ১২০৯)

(২) হালাল উপায়ে দুনিয়ার সম্পদ অর্জনকারীর ফযিলত

তিরমিযী শরীফের পবিত্র হাদিসে রয়েছে, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اِنَّ التُّجَّارَ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকল ব্যবসায়ী পাপাচারী হিসেবে উত্থিত হবে, তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তাকওয়া অবলম্বন করে, পুণ্য ও কল্যাণকর কাজ করে এবং সত্য বলে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব মা জাআ ফিত তুজ্জার, পৃ: ৩১৬, হাদিস: ১২১০)

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পবিত্র হাদিসের ব্যাখ্যায় ইরশাদ করেন: পরহেযগারী বলতে বোঝায়: বিশেষ করে কবীরা গুনাহ থেকে এবং সাধারণভাবে সগীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকা। নেকী অর্থ হলো নিজের ব্যবসাকে প্রতারণা ও খিয়ানত থেকে সুরক্ষিত রাখা। সত্যবাদিতা অর্থ হলো পণ্যের বিষয়ে পরিষ্কার কথা বলা, পণ্যটিতে কোনো ত্রুটি থাকলে তা নির্দোষ হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা না করা। এর মূল অর্থ হলো, কিয়ামতের ময়দানে সকল ব্যবসায়ী পাপাচারী হিসেবে পরিগণিত হবে, তবে ঐ সমস্ত ব্যবসায়ী ব্যতীত যাদের মধ্যে এই তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে: পরহেযগারী, সৎকর্ম ও সত্যবাদিতা। **(মিরাতুল মানাজিহ, খণ্ড: ৪, পৃ: ২৪৫)**

(৩) বেচাকেনার ক্ষেত্রে নমনীয়তার ফযিলত

হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ، وَاِذَا اشْتَرٰى، وَاِذَا اقْتَضٰى আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করুক, যে বিক্রয় করার সময়, ক্রয় করার সময় এবং পাওনা আদায়ের (বা দাবি করার) সময় নমনীয় আচরণ করে। **(বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ', পৃ: ৫৪১, হাদিস: ২০৭৬)**

বিক্রয় করার ক্ষেত্রে নমনীয়তা হলো–ক্রেতাকে কম বা ত্রুটিপূর্ণ জিনিস দেওয়ার চেষ্টা না করা। আর ক্রয়ের ক্ষেত্রে নমনীয়তা হলো–মূল্য যথাযথভাবে ও ভালোমতো পরিশোধ করা এবং ব্যবসায়ীকে (যেমন: দোকানদারকে) অযথা হয়রান বা পেরেশান না করা। পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে নমনীয়তা হলো–কারো কাছে পাওনা থাকলে তা নম্রভাবে চাওয়া এবং অসহায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিশোধের জন্য অবকাশ দেওয়া, তার

উপর কোনো ধরনের কড়াকড়ি বা চাপ সৃষ্টি না করা। যার মধ্যে এই তিনটি গুণ একত্রিত হয়, সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা। **(মিরআতুল মানাজিহ, খণ্ড: ৪, পৃ: ২৪২)**

নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম আমল

ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'এহইয়াউল উলুম'-এ ইরশাদ করেন: ব্যবসায় সত্যের পথে অটল থাকা নিয়মিত নফল ইবাদত করার চেয়েও অধিক কঠিন। এজন্যই এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْمُتَعَبِّدِ অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ ব্যবসায়ী আল্লাহ পাকের নিকট ইবাদতকারীর তুলনায় অধিক শ্রেষ্ঠ।

(এহইয়াউল উলুম, কিতাবু আদাবিল কসব ওয়াল মাআশ, বাবুল সালিছ ফি বয়ানিল আদল, খণ্ড: ২, পৃ: ৯৫)

আল্লাহ পাক আমাদের বেচাকেনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করার এবং সততা বজায় রাখার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বেচাকেনার বিধান শিখে নিন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ব্যবসা বা কেনাবেচা একটি কঠিন বিষয়। এর অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধান ও মাসআলা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একটি সংক্ষিপ্ত বয়ানে এই সমস্ত বিধান ও মাসআলা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে যিনি ব্যবসায়ী, তাঁর ওপর ব্যবসার এবং যিনি ক্রেতা, তাঁর ওপর ক্রয়ের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান শেখা ফরয। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন: এতে অন্যান্য বহু দ্বীনি তথ্যের পাশাপাশি সম্পূর্ণ ব্যবসা কোর্স আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বেচাকেনা সম্পর্কিত ফতোয়াও রয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার স্মার্টফোনে

ইনস্টল করে নিন! এছাড়া মাদানী চ্যানেলে ব্যবসার বিধানসমূহ নামের একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি শুনবেন ও দেখবেন! اِنْ شَآءَ الله বেচাকেনা এবং আধুনিক মার্কেটিং সম্পর্কিত অনেক উপকারী তথ্য জানতে পারবেন। ✸ 'বাহারে শরীয়ত, খণ্ড: ২, অংশ: ১১: কেনাবেচার বয়ান' পড়ে নিন! এর মাধ্যমেও বেচাকেনার অনেক বিধান ও মাসআলা শেখার সুযোগ পাবেন। ✸ ৬২ পৃষ্ঠার অত্যন্ত সুন্দর একটি রিসালা "ব্যবসায়ীদের জন্য প্রয়োজনীয় কথা" মাকবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন! اِنْ شَآءَالله বেচাকেনা সম্পর্কিত অনেক কিছু শিখতে পারবেন। ✸ একটি পরামর্শ: দারুল ইফতার নম্বরটি আপনার কাছে অবশ্যই সংরক্ষণ করে রাখুন! যখনই কোনো মাসআলা দেখা দেবে বা কোনো বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে শরয়ী পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন হবে, তখন কল করে মুফতিয়ানে কেরামের নিকট থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করবেন। এর মাধ্যমে اِنْ شَآءَالله বহু পাপাচার থেকে বেঁচে যাবেন এবং ইলমে দ্বীনের একটি বিশাল ভাণ্ডারও অর্জন করতে পারবেন।

চুরির চেয়েও বড় পাপ

'এহইয়াউল উলূম' কিতাবে রয়েছে: ভেজাল মুদ্রা (বা নোট) প্রচলন করা একটি সাধারণ জুলুম। এর মারাত্মক ক্ষতি হলো এটি 'গুনাহে জারিয়া' (প্রবহমান পাপ)-এ পরিণত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: এক ব্যক্তি কাউকে প্রতারণা করে একটি জাল নোট ধরিয়ে দিল। এখন সে সেটি অন্য কোথাও চালিয়ে দেবে, তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থজনকে, চতুর্থ ব্যক্তি পঞ্চমজনকে এভাবেই প্রতারণামূলকভাবে তা চালাতেই থাকবে। ফলে এরা সবাই গুনাহগার হবে এবং এদের সবার সেই পাপ প্রথম ব্যক্তির আমলনামায়ও জমা হতে থাকবে,

কেননা সে নিজেই এই মন্দ কাজের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল।

(এহইয়াউল উলূম, কিতাবু আদাবিল কসব, বাবুল সালিছ ফি বয়ানিল আদল, খণ্ড: ২, পৃ: ৯৪, সংক্ষেপিত)

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একটি জাল মুদ্রা (বা প্রতারণা করে জাল নোট) চালিয়ে দেওয়া রূপার ১০০ মুদ্রা চুরির চেয়েও বেশি খারাপ! কারণ চুরি একটি নির্দিষ্ট অপরাধ; চোর যখন চুরি করে, তখন সেই অপরাধ সেখানেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু প্রতারণার মাধ্যমে জাল নোট চালিয়ে দেওয়া একটি মন্দ বিদাত বা কুপ্রথা, যা কোনো ব্যক্তি দ্বীনের মাঝে চালু করে দেয় (সম্ভবত যাকে সে জাল নোটটি চালিয়ে দিয়েছে, সে তা সামনে চালাবে, সে আবার তার সামনে চালাবে এভাবে বিষয়টি চলতেই থাকবে এবং এটি একটি 'গুনাহে জারিয়া' বা প্রবহমান গুনাহে রূপ নেবে)।

(এহইয়াউল উলূম, কিতাবু আদাবিল কসব, বাবুল সালিছ ফি বয়ানিল আদল, খণ্ড: ২, পৃ: ৯৪)

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক আমাদের গুনাহের বিপদ ও অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ রাখুক। একটু ভেবে দেখুন তো, এটি কত বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়! একটু কল্পনা করুন তো! যে ব্যক্তি প্রথমবার ধোঁকাবাজি করে বাজারে জাল নোট চালিয়েছিল, এমনও তো হতে পারে যে, সে নিজে মারা গেল, কিন্তু তার চালিত সেই জাল নোট বাজারে ঘুরতেই থাকল; যদি এমন ঘটে, তবে সে কবরে শায়িত থাকা সত্ত্বেও তার আমলনামায় গুনাহ পৌঁছাতে থাকবে। হায়! কতই না হতভাগ্য সেই মানুষটি, যে কবরে ঘুমিয়ে আছে অথচ তার গুনাহের মিটার এখনো সচল রয়েছে!

শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠুন!

হে আশিকানে রাসূল! একটি অত্যন্ত সুন্দর মাদানী ফুল (শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে। আমরা যদি এই মাদানী ফুলটিকে আমাদের জীবনে

বাস্তবিকভাবে রূপ দিতে পারি, তবে বেচাকেনার গুনাহগুলোর পাশাপাশি আরও বহু গুনাহ থেকে রক্ষা পেয়ে যাব। সেই মাদানী ফুলটি কী? আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ ، حَتّٰي يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ অর্থাৎ "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" **(বুখারী, কিতাবুল ঈমান, পৃ: ৭৪, হাদিস: ১৩)**

প্রত্যেক সেই কাজ, সেই কথা, সেই আচরণ যা আমরা নিজের জন্য পছন্দ করি না, তা আমরা অন্য ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করব না; আর যে কাজ, কথা ও আচরণ আমাদের নিজের প্রিয়, সেটাই আমরা অন্যদের জন্যও পছন্দ করব। বিশ্বাস করুন! এটি আমাদের এবং আমাদের সমাজের উন্নতির সেই মূল চাবিকাঠি, যা আমরা ধারণ করলে আমাদের সমাজ অল্পদিনের মধ্যেই উন্নতির চূড়ায় পৌঁছে যেতে পারে। আপনারা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীনদের মুবারক যুগের ইতিহাস পড়ে দেখুন! সে যুগে মুসলমানরা সফলও ছিল, আবার উন্নতও ছিল। কেন? কারণ তারা একে অপরের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, পরস্পরের কল্যাণ কামনা করতেন এবং এর ফলেই তারা সকলে সফলতা ও উন্নতির পথে এগিয়েছিলেন। কিন্তু যখন থেকে আমাদের অন্তরে ঘৃণা, অনৈক্য এবং ধন-সম্পদের লোভ-লালসা বাসা বেঁধেছে, তখন থেকে আমরা দিন দিন পতনের অতল গহ্বরের দিকেই ধাবিত হচ্ছি। আল্লাহর ওয়াস্তে! আসুন, আমরা নিজেদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে একটু চিন্তা করি এবং পবিত্র হাদিসে বর্ণিত এই মহান মাদানী ফুলটিকে আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বাস্তবায়ন করি। যেহেতু প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তিই, যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করে।

বেচাকেনা না হওয়ার এক অদ্ভুত কারণ

হযরত সিররি সাকতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন অত্যন্ত বড় কামিল ওলী ছিলেন। তিনি ব্যবসা করতেন। একবার তিনি বিক্রির উদ্দেশ্যে ৬০ দিনার (অর্থাৎ স্বর্ণের মুদ্রার) বিনিময়ে বাদাম কিনলেন এবং নিজের হিসাবের খাতায় লিখে রাখলেন যে, আমি এই বাদামগুলো ৬৩ দিনারে বিক্রি করব। কিছুদিন পর বাদামের দাম চড়ে বসল; যে বাদাম তিনি ৬০ দিনারে কিনেছিলেন, তার দাম বেড়ে ৯০ দিনার হয়ে গেল। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল: আমার কিছু বাদাম লাগবে। তিনি বললেন: নিয়ে নাও! সে জিজ্ঞেস করল: কত দাম? তিনি বললেন: ৬৩ দিনার। ক্রেতাও একজন নেককার মানুষ ছিলেন, তিনি বললেন: এই বাদামগুলোর বাজারদর তো এখন ৯০ দিনার হয়ে গেছে। হযরত সিররি সাকতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমি নিজের সঙ্গে ওয়াদা করেছি যে, এই বাদামগুলোর উপর মাত্র ৩ দিনার লাভ নেব; তাই বাজারে এর দাম যতটুকুই হোক না কেন, আমি এগুলো ৬০ দিনারে কিনেছি, এখন ৬৩ দিনারেই বিক্রি করব।

তখন ক্রেতা বলতে লাগলেন: আমি তো ৯০ দিনার দিয়েই কিনব। আর হযরত সিররি সাকতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতে লাগলেন: আমি তো ৬৩ দিনারেই বিক্রি করব। দুজনেই একে অপরের এমন হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে, তাদের মধ্যে কেনাবেচাই সম্পন্ন হতে পারল না! ক্রেতা চাচ্ছেন দোকানদার লাভবান হোক, আর দোকানদার চাচ্ছেন ক্রেতার কল্যাণ হোক। ব্যস, এই টানাটানিতে না ক্রেতা বাদাম কিনলেন, আর না হযরত সিররি সাকতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা বিক্রি করলেন; শেষ পর্যন্ত ক্রেতা খালি হাতেই ফিরে গেলেন।

(এহইয়াউল উলূম, কিতাবুল আসহাব, চতুর্থ অধ্যায়: আদল বা ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে, খণ্ড: ২, পৃ: ১০২ (কিছুটা তারতম্যসহ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একেই বলে একে অপরের কল্যাণ কামনা...!! আমরা কি এমন করি? আমাদের সমাজে তো ক্রেতা ও দোকানদারের ঝগড়ার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা হয়। ক্রেতা চান ৫০ টাকার জিনিস ১০ টাকায় কিনে নিতে, আর দোকানদার চান ৫০ টাকার জিনিস ১০০ টাকায় বিক্রি করতে। না ক্রেতা দোকানদারের ভালো চান, আর না দোকানদার ক্রেতার কল্যাণ ভাবেন। এর ফল কী দাঁড়াচ্ছে? বাজারে প্রতারণা, মাপে কম দেওয়া, খিয়ানত ও এ ধরনের পাপ বেড়েই চলেছে। আমাদের ব্যবসা দিন দিন নীচের দিকে নামছে এবং মুসলমানরা বিশ্বজুড়ে অবক্ষয় ও পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের এই বিষয়গুলো বোঝা উচিত! আজ সময় আছে, আমাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত! আল্লাহ পাক আমাদের বেচাকেনা সম্পর্কিত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎ, স্বচ্ছ ও পারস্পরিক কল্যাণকামিতাপূর্ণ ব্যবসা করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: সাপ্তাহিক ইজতিমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার হওয়ার এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার এবং নেক কাজের স্পৃহা পাওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে যুক্ত হয়ে যান! ১২টি দ্বীনি কাজেও বেশি বেশি অংশ নেওয়ার অভ্যাস বানিয়ে নিন! اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত বরকত নসীব হবে। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ

হলো: সাপ্তাহিক ইজতিমা ✸ প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাযের পর অমুক স্থানে (যেমন: ফয়যানে মদীনা) দাওয়াতে ইসলামির সাপ্তাহিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে তিলাওয়াত, নাত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, যিকির এবং হৃদয়স্পর্শী দোয়া করানো হয়। আপনাদের নিকট বিনীত অনুরোধ ✸ আপনারাও নিয়মিত সাপ্তাহিক অংশগ্রহণ করুন! দ্বীনি ইজতিমায় বসা এবং যিকিরকারীদের শান ও মান তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না! হাদিসে পাক অনুযায়ী যে ব্যক্তি তাদের কাছে বসে, সেও হতভাগ্য থাকে না। **(মুসলিম, কিতাবুজ যিকর ওয়াদ দোয়া... আলখ, বাব ফযল মাজারিসিজ যিকর, পৃ: ১০৩৭, হাদিস: ২৬৮৯)** اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাপ্তাহিক ইজতিমায় যিকির হয় ✸ ইলমে দ্বীন শেখার সুযোগ মেলে * সৎ সঙ্গ লাভ হয় ✸ এবং মসজিদে সময় কাটানোর সৌভাগ্য হয় ✸ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বরকত এই যে, দ্বীনি ইজতিমার জন্য যাওয়াও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ন্যায়। সাপ্তাহিক ইজতিমায় উপস্থিত হবেন তো اِنْ شَآءَ الله ঘর থেকে বের হওয়া থেকে নিয়ে পুনরায় ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত সমস্ত সময় আল্লাহর রাস্তায় থাকা হিসেবে গণ্য করা হবে ✸ প্রতি বৃহস্পতিবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণের নিয়ত করে নিন!

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার রব! যে ইসলামী ভাই মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমায় সারা রাত ইতিকাফ করবে এবং ইশরাক পর্যন্ত অবস্থান করবে, তাকে আপনার ইবাদতের আগ্রহ দান করুন এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হালাল রিযিক অর্জনের মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, হালাল রিযিক উপার্জনের ব্যাপারে কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে দুটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: ১. পবিত্র উপার্জনকারীর জন্য জান্নাত রয়েছে। **(আল-মু'জামুল কবীর, খণ্ড: ৫, পৃ: ৭২, হাদিস: ৪৬১৬)** ২. ফযজ ইবাদত আদায়ের পর হালাল রিযিক অন্বেষণ করাও একটি ফরয। **(আল-মু'জামুল কবীর, খণ্ড: ১০, পৃ: ৭৪, হাদিস: ৯৯৯৩)** ✸ মালিক (নিয়োগকর্তা) এবং চাকর (কর্মী) উভয় পক্ষের জন্যই প্রয়োজন অনুপাতে ইজারার শরয়ী বিধানগুলো শেখা ফরয; যদি না শেখে, তবে তারা গুনাহগার হবে। **(হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০ মাদানী ফুল, পৃ: ৪)** ✸ কর্মী বা চাকর রাখার সময় চাকরির মেয়াদ, ডিউটির সময় এবং বেতন ইত্যাদি আগে থেকেই নির্ধারিত হওয়া জরুরি। **(প্রাগুক্ত, পৃ: ৪)** ✸ কর্মী অফিস বা দোকানে আসা-যাওয়ার সময় সঠিকভাবে লিখে রাখবেন, যদি মিথ্যাচারের আশ্রয় নেন; অর্থাৎ কম ডিউটি দেওয়ার পরও পুরো সময়ের বেতন নেন, তবে তিনি গুনাহগার ও জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত। **(প্রাগুক্ত, পৃ: ৭)** ✸ বেতন বৃদ্ধি করানোর জন্য কিংবা পদোন্নতি ইত্যাদি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভুয়া (নকল) সার্টিফিকেট বা সনদ গ্রহণ করা নাজায়িয ও গুনাহ। **(প্রাগুক্ত, পৃ: ৮)**

ঘোষণা

হালাল রিযিক উপার্জনের বাকি মাদানী ফুলগুলো শেখা শেখানোর হালকায় বয়ান করা হবে; সুতরাং তা জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১২ নভেম্বর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

হালাল রিযিক অর্জনের বাকি মাদানী ফুল

✸ কর্মীর উচিত ডিউটির সময় চটপটে ও কর্মক্ষম থাকা এবং অলসতা সৃষ্টিকারী কারণগুলো থেকে বেঁচে থাকা; যেমন রাতে দেরিতে ঘুমানো ইত্যাদি। (প্রাগুক্ত, পৃ: ৮) ✸ চুক্তিমতো কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে কর্মীর উচিত অবিলম্বে মুস্তাজিরকে (যাঁর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, অর্থাৎ নিয়োগকর্তাকে) বিষয়টি অবহিত করা। (প্রাগুক্ত, পৃ: ১১) ✸ যদি নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ যেমন বারো মাসের জন্য কর্মসংস্থানের চুক্তি হয়ে থাকে, তবে উভয় পক্ষের সম্মতি ছাড়া তা বাতিল করা যায় না। মালিকের বিনা কারণে চাকরিচ্যুত করার হুমকি দেওয়া কিংবা কর্মীর চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেওয়া জায়িয নয়; তবে শরীয়তসম্মত কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে উভয় পক্ষের যে কেউ নির্ধারিত সময়ের আগেও চুক্তি শেষ করতে পারে। (প্রাগুক্ত, পৃ: ১২, সংক্ষেপিত) ✸ কোনো মুসলমানের জন্য কোনো অমুসলিম ব্যক্তির অধীনে এমন চাকরি করা জায়িয নয়, যাতে মুসলমানের অবমাননা হয়; যেমন তার ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করা, ময়লা-আবর্জনা তোলা, গাড়ি পরিষ্কার করা ইত্যাদি। তবে যে কাজে মুসলমানের কোনো অবমাননা বা লাঞ্ছনা নেই, তা সে করতে পারে। (প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩) ✸ কর্মীর উচিত নিজ অফিসের কলম, কাগজ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা। (প্রাগুক্ত, ১৪ পৃ:) ✸ চৌকিদার, গার্ড বা পুলিশ ইত্যাদি যাদের দায়িত্ব জেগে থেকে পাহারা দেওয়া, তারা যদি ডিউটির সময়

ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমিয়ে পড়েন, তবে গুনাহগার হবেন এবং যত সময় তারা ঘুমিয়ে বা অমনোযোগিতায় কাটিয়েছেন, তত সময়ের মজুরি কেটে নিতে হবে। **(প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিচ্ছু ও অন্যান্য ক্ষতিকর পোকা-মাকড় থেকে বাঁচার দোয়া

দাওয়াতের ইসলামির সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার নির্ধারিত শিডিউল অনুযায়ী "বিচ্ছু ও অন্যান্য ক্ষতিকর পোকা-মাকড় থেকে বাঁচার দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۔

অনুবাদ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ ও নিখুঁত কালিমার উসিলায় তাঁর সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। সমস্ত বিশ্ববাসীর মাঝে নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। **(খযিনায়ে রহমত, ১৫৩ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং- ৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (আল্লাহ না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে

নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের

পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد